ফটো গ্যালারি

সঞ্চয়ের হাতেখড়ি স্কুলেই, ‘লক্ষ্মীর ভাঁড়ে’ নিরাপদ ভবিষ্যতের বীজবপন শিখবে খুদে পড়ুয়া

জীবনে চলার পথে অর্থ সঞ্চয় করা কতটা উপযোগী তা বোঝাতেই নেওয়া হয়েছে নয়া পদক্ষেপ।

নিজস্ব ছবি

ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে যখনই কোথাও আলোচনা হয়, বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ভারতে ছোট থেকে ফিনানশিয়াল লিটারেসি দেওয়া হয় না। অর্থাৎ স্কুল জীবন থেকেই সঞ্চয় বা তহবিল ব্যবস্থাপনার পাঠ দেওয়া হয় না। যার জন্য তরুণ বয়সে রোজগার শুরুর পরে অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না কী ভাবে 'মানি ম্যানেজমেন্ট' করবেন। এই আবহেই ছক ভাঙা ছবি দেখা গেল নদিয়া জেলার একটি প্রাথমিক স্কুলে।

নিজস্ব ছবি

নদিয়ার আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজ দত্তক নিয়েছে ওই জেলারই কাশীপুর গ্রামকে। সেই গ্রামেই রয়েছে বাঁশবেরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেই স্কুলের শিশুদের জন্য নেওয়া হয়েছে এক বিশেষ উদ্যোগ। স্কুলের পড়ুয়াদের সঞ্চয়ের পাঠ শেখাচ্ছেন কলেজের শিক্ষকরা।

নিজস্ব ছবি

কী ভাবে সঞ্চয় শিখছে স্কুলের কচিকাঁচারা? এ খানে সহায় হয়েছে লক্ষ্মীর ভাঁড়। সেখানেই টাকা জমাবে স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা। জীবনে চলার পথে অর্থ সঞ্চয় করা কতটা উপযোগী তা বোঝাতেই নেওয়া হয়েছে নয়া পদক্ষেপ।

নিজস্ব ছবি

স্কুল জীবনে অনেকেই হাতে পয়সা এলে মন দিতে আচার-আলুকাবলি-হজমিতে। কয়েক দশক আগেও ছিল এই ছবি। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। শিশুদের অনেকেই ফাস্ট ফুড কিনে খেয়ে নেয় বলে জানাচ্ছেন শিক্ষকদের একাংশ। সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই ওই অভ্যাস এড়াতে সঞ্চয়ের পাঠ দেওয়া শুরু হয়েছে।

নিজস্ব ছবি

প্রতি বছরই আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজের পক্ষ থেকে, আশেপাশের গ্রাম দত্তক নেওয়া হয়। অর্থাৎ, সেই গ্রামের জল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। বিনামূল্যে চিকিৎসা করানো হয়ে থাকে হেলথ ক্যাম্পে। এই বছর কাশীপুর গ্রামকে দত্তক নেওয়া হয়েছে কলেজের পক্ষ থেকে।

নিজস্ব ছবি

কলেজের পক্ষ থেকে শুক্রবার স্কুলের মোট ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য দেওয়া হয় ভাঁড়। ছোটবেলায় অনেকেই ভাঁড়ে টাকা জমায়। এখনও বহু সংসারে মা-কাকিমারা সংসোরর খরচ বাঁচিয়ে সঞ্চয় করেন লক্ষ্মীর ভাঁড়ে। সেই অভ্যাস শিশুদের মধ্যেও তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

নিজস্ব ছবি

ছোটদের জন্য লক্ষ্মীর ভাঁড়ে টাকা জমানোও সহজ। কারও থেকে পাওয়া উপহার বা হাতখরচ বাঁচিয়ে জমানো খুচরো পয়সা জায়গা পেয়ে যাবে সেই ভাঁড়ে। ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সেই ভাঁড়।

PRITAM
SWITCH ON THE GOOD TIMES

নিজস্ব ছবি

কেনও এই উদ্যোগ? কচিকাঁচারা অর্থ সঞ্চয়কে যাতে গুরুত্ব দিতে শেখে সেই জন্য কলেজের পক্ষে থেকে করা হয়েছে নতুন পদক্ষেপ। কলেজের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ২০২৫-এর ডিসেম্বরে থেকে অর্থ সঞ্চয় করা হবে। তারপর পরের বছর অর্থাৎ, ২০২৬ এর ডিসেম্বরে সকলের সামনে ভাঁড় ভাঙা হবে। ১ বছর ধরে বাচ্চারা তাদের মা-বাবা বা আত্মীয় স্বজনদের থেকে যে টাকা পাবে তা সঞ্চয় করবে ওই ভাঁড়ের মধ্যে।

নিজস্ব ছবি

টাকা সঞ্চয়ের পাশাপাশি, প্রতিদিন তারা কতো টাকা করে সঞ্চয় করছে, সেই হিসেব রাখবে খাতায়। পরের বছর ডিসেম্বরে খাতায় লেখা হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে ভাঁড়ের টাকা। দু'টির হিসেব যদি মিলে যায় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে পুরস্কার। আসাননগর কলেজের অধ্যক্ষ ড. অশোক কুমার দাস জানান, প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে। এই অভ্যাস প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছোট থেকেই গড়ে তুলতে হবে।